চলচ্চিত্রের গানে নজরুল

ফারহানা রহমান কান্তা *

সারসংক্ষেপ

বিরল প্রতিভার অধিকারী আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না। সাহিত্য ও সংগীতের প্রায় সর্বাঞ্চলে তার দৃপ্ত পদাচারণা ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধ লেখক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার ও সাংবাদিক। এছাড়াও তিনি চলচ্চিত্রাঙ্গনেও অনবদ্য অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্রের সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা, গায়ক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা, সংগঠক, পরিচালক ও সংগীত পরিচালক হিসেবেও তিনি তার প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯২০ থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবি প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চ, নাটক, বেতার, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র ও সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। গণযোগাযোগের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্রের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের জড়িত হওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তার পরিচালনায়, সংগীত রচনা ও সংগীত পরিচালনায় যেসব কাহিনী চলচ্চিত্রে রুপায়িত হয়েছে এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তার যে সকল গান ও গানের সুর সংযোজিত হয়েছে তার বিশদ বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

বাংলা চলচ্চিত্রে কাজী নজরুলের পর্দাপণ ও সংগীত সংযোজন চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। বাংলা গানের আদি ঘরাণা তথা উচ্চাঙ্গ সুরকে পরিমার্জিত করে তা সার্বজনীন রূপদানে ও চলচ্চিত্র উপযোগী করে তুলতে কাজী নজরুলের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি শুধু একজন সুরকার ও গীতিকার হিসেবেই নয় বরং চলচ্ছিত্র অঙ্গনে বিশেষ অভিনয়ে নিজে সম্পৃক্ত থেকে চলচ্চিত্র অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস নিয়েও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে কখনো তিনি নিযুক্ত হয়েছেন "সুর ভান্ডারী" পদে, কখনো সংগীত পরিচালক আবার কখনো বা তিনি নিজেই চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন। চলচ্চিত্র অঙ্গনে ব্যক্তি নজরুল ও তাঁর গানের যে গ্রহনযোগ্যতা ছিল তা আজো অনেকের অজানা বিষয়। এ গবেষণাটির উদ্দেশ্য চলচ্চিত্রে নজরুলের গানের দিকটি পরিস্ফুট করা।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস

১৮০৮ সালে ২রা অক্টোবর প্রফেসর স্টিভেন্‌সন নামে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী কোলকাতায় সর্বপ্রথম বায়োস্কোপ এনে দেখানো শুরু করেন। এই বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর পর ১৮৮৭ সালে ঢাকা জেলাস্থ বাকজুরী গ্রামের হীরালাল সেন নামক একজন বাঙ্গালী কোলকাতার Borne and Shephard দ্বারা পরিচালিত ফটো Competition এ অংশগ্রহণ করেন এবং সূর্যাস্তের ছবি তুলে প্রতিযোগীতার প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ইংরেজী ম্যাগাজিন ক্রয় করে বায়োস্কোপ সমন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। সেই একই বছর অর্থ্যাৎ ১৮৮৭ সালে বায়োস্কোপ চালানোর জন্য লন্ডনে একটি কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে কিছু Accessories এবং একটি Projector ক্রয় করেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল বায়োস্কোপ চালানোর Projector ক্রয় করার পর পরই "Royal Bioscope company of Hiralal sen" নামে একটি কোম্পানী স্থাপন করেন। নিজের ছোট ভাই মতিলাল সেনকে Partner হিসেবে নিজের সঙ্গে রেখে কাজ শুরু করেন। কোম্পানী শুরু করার পর পরই বিদেশ থেকে বিভিন্ন ছোট ছোট ছবি এনে প্রদর্শন শুরু করেন। হীরা লাল সেন ১৯০০ সালে ভারতে তথা কোলকাতায় চলচ্চিত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে ফরাসী প্যাথে কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। একই বছর কিছু আনুসঙ্গিক ও একটি মুভি ক্যামেরা সংগ্রহ করে কিছু কিছু নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশ চিত্রায়িত করে ঐ সময়কার থিয়েটারের Interval এর সময় দেখানো হতো। আবার কখনও কখনও সকল অংশগুলো একত্রিত করে দেখানো হতো। কোলকাতার ক্লাসিক থিয়েটার হলে ১৯০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী এই একত্রিত অংশগুলো এক করে সর্বপ্রথম দেখানো হয়। এই সকল একত্রিত অংশগুলো এক করে প্রদর্শিত চিত্রকেই সর্বপ্রথম বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শন হিসেবে বলা যায়। তাই ইতিহাসের পাতায় হীরালাল সেন বাংলা চলচ্চিত্রের পথিকৃত। একটি নতুন ক্যামেরা কিনে ১৯০৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ডকুমেন্টরি ছবি, এ্যাড্‌ভারটাইসমেন্ট ছবি এবং নিউজ রিল ছবি তুলতে শুরু করেন। ১৯১২ সালে সরকারের অনুমোদন না পাওয়ায় তার তোলা ছবি "Documentary Film on Delli Darbar" প্রদর্শিত হয়নি।

চলচ্চিত্র জগতে নজরুলের আবির্ভাব

পার্সী চিত্র প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটার্স ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে বানিজ্যিক ভাবে সর্বপ্রথম সবাক বাংলা ছবি নির্মানের উদ্যোগ নেয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে নজরুল ম্যাডান থিয়েটার্সে "সুর ভান্ডারী" পদ অলঙ্কৃত করেন। নজরুলের সুর

ভান্ডারীর পদে আরোহন হওয়ার সংবাদটি কোলকাতার দৈনিক "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় ১৯৩১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠা, প্রথম কলামে ছাপা হয়।

---

* প্রভাষক, সঙ্গীত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

"বঙ্গবানীতে যা ছাপা হয়েছিল তা হুবহু এ রকম- নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড-এ সুরভান্ডারী নিযুক্ত। ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড বাঙ্গালা গানের টকি নির্মাণ করিতেছে। প্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীতকার নজরুল ইসলামকে সুর-ভান্ডারী নিযুক্ত করিয়াছে। তাহাদের এ মনোনয়ন যথার্থ হইয়াছে। কারণ অধুনা বাঙ্গালার তরুণ কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলাম রচয়িতা ও সুরকার হিসাবে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে কিছুকাল ম্যাডান কোম্পানি নট-নটীদের সুর পরীক্ষার জন্য কেবল গান, আবৃত্তির সবাক চিত্রই নির্মাণ করিবেন, পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' তাহারা সবাক করিয়া তুলিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।" [১]

"অর্থাৎ সুর ভান্ডারী" হিসেবে নজরুলের দায়িত্ব ছিল সবাক চিত্রে অংশগ্রহণকারী নট-নটীদের কন্ঠস্বর পরীক্ষা করা। উল্লেখ্য "সুর-ভান্ডারী " পদটি সঙ্গীত পরিচালকেরও ওপরে"[২]

কাজী নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটার্স-এ যোগদানের পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মাচ ৩০/৪০ টি সবাক খন্ডচিত্র মুক্তি লাভ করে। সম্ভবত এই খন্ডচিত্রের একটিতে নজরুল তার "নারী" কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। এ বিষয়ে নজরুল গবেষক অশোক কুমার মিত্র বলেছেন,

'ইংরেজী ১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম বাংলা সবাক চিত্রে তাহার (কাজী নজরুল ইসলাম) নারী কবিতাবৃত্তির চিত্র ও শব্দ আজিও আমাদের মানসপটে দীপ্তমান।'[৩]

নজরুল ম্যাডান থিয়েটার্স যোগদানের পর এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনায় বেশ কয়েকটি সবাক চলচ্চিত্র ১৯৩১ সালে মুক্তি পায়। এসব ছবির সঙ্গীত পরিচালক ভিন্ন হলেও "সুর ভাণ্ডারী' হিসেবে নজরুলের অবশ্যই অবদান থাকার কথা। অশোক কুমার মিত্রের সূত্রে জানা যায় এর মধ্যে "প্রহলাদ" ছবিতে ধীরেন দাসের কণ্ঠে কয়েকটি নজরুল গীতি (সুরসহ) ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ম্যাডান থিয়েটার্সের "বিষ্ণুমায়া "(১৯৩২) ছবিতেও ধীরেন দাসের কণ্ঠে নজরুল গীতি (সুরসহ) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।

> "প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অশোক কুমার মিত্র বলেছেন, 'অধুনালুপ্ত ম্যাডান থিয়েটার্স লিঃ প্রযোজিত 'বিষ্ণুমায়া' 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নামক দুইখানি পৌরণিক চিত্রে কাজী নজরুল রচিত কয়েকটি অতি সুখশ্রাব্য গীত তাহার সতীর্থ ও অনুরাগী শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দাসের কণ্ঠে গীত হইয়া যে মোহন মায়াজাল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজ ৩৭ বৎসর পরেও আমাদের কানে ধ্বনিত হইতেছে। ধন্য কবি ও গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম।"[৪]

চলচ্চিত্র পরিচালক নজরুল

ম্যাডান থিয়েটার্স এর অন্যতম পার্টনার মিসে পিরোজ ম্যাডান ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পায়োনীয়ার ফিল্মস কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে গিরীশচন্দ্রের " ধ্রুব চরিত" অবলম্বনে "ধ্রুব" (বাংলা) ছবি নির্মানের ঘোষণা দেওয়া হয়। আর "ধ্রুব"র পরিচালক নিযুক্ত হন কাজী নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দে। কাজী নজরুল ইসলাম শুধু "ধ্রুব"র পরিচালকই ছিলেন না একাধারে পরিচালক, সুরকার, গীতিকার গায়ক ও অভিনেতা রুপে তিনি চিত্রজগতে আবির্ভূত হন। বলা বাহুল্য "ধ্রুব"র পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পর "মাসিক সওগাত" পত্রিকার কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে নিম্নলিখিত খবরটি ছাপা হয়েছিল-

---

[১] *বঙ্গবাণী*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সাল, ২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম।
আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বইপড়া, ডিসেম্বর-২০১৩, পৃ. ১৮।

[২] অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্রে জগতে নজরুল*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, আশ্বিন ১৪০৫/ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১৬।

[৩] আশোক কুমার মিত্র,*নজরুল প্রতিভা পরিচিতি*-পৃ.২৫২।
আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

[৪] অশোক কুমার মিত্র, *নজরুল প্রতিভা পরিচিতি*, পৃ.-২৫২।
আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.-২০।

"কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ইনি সম্প্রতি পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানির ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন বাঙালী মুসলমানের মধ্যে ইতি পূর্বে আর কেহ ছায়াচিত্র জগতে এরূপ উচ্চপদের অধিকারী হন নাই। আমরা কবিকে তাহার এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"[৫]

কবি নজরুল এ ছায়াচিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। নারদের চরিত্রের সাজে নতুনত্ব এনে সকলে বিস্ময় ও সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন কবি। তিনি অশীতিপর নারদকে আটাশে নামিয়ে আনেন, পোশাকেও আনেন নতুনত্ব। এছাড়াও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নজরুল "ধূপছায়া" নামে একটি ছবির পরিচালক ও সে ছবির সংগীত পরিচালনা করেন বলে জানা যায়। তিনি ওই ছবিতে বিষ্ণুর ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং সেই ছায়াচিত্রে পংকজ মল্লিক কণ্ঠ দান করেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসে " ধূপছায়া" (১৯৩১) নামে কোন চলচ্চিত্রের উল্লেখ নেই। তবে এমনও হতে পারে "ধূপছায়া" একটি অসমাপ্ত বা অমুক্তিপ্রাপ্ত ছবি।

চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ও সংগীত পরিচালক নজরুল

ধ্রুব

নজরুলের সংগীত পরিচালনায় প্রথম চলচ্চিত্র ধ্রুব। পাইওনীয়ার ফিল্মস এর ব্যানারে ধ্রুব মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারী। এই ছায়া চিত্রে ব্যবহৃত ১৮টি গানের মধ্যে ১৭টি গানই নজরুল দ্বারা রচিত ও সুরারোপিত। বাকি একটি গান ছিল কাহিনীকার গিরীশ ঘোষের লেখা। কিন্তু গানটিতে সুর প্রদান করেন নজরুল। এই চলচ্চিত্রে নজরুল নারদের ভূমিকায় নিজ কণ্ঠে চারটি গান করেন। এর মধ্যে তিনটি গান একক কণ্ঠে এবং মাষ্টার প্রবোধের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে একটি গানে অংশগ্রহন করেন। এই চলচ্চিত্রে শিল্পী আঙ্গুরবালা একক কণ্ঠে চারটি এবং মাষ্টার প্রবোধের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে একটি গানে অংশগ্রহন করেন। মাষ্টার প্রবোধ একক কণ্ঠে ছয়টি গান করেন। শিল্পী পারুলবালা একক কণ্ঠে দুটি গান করেন। কবি নজরুল কতৃক রচিত ১৭টি গানের পূর্ণ বাণী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু এই গান গুলির সুর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ছবিতে নজরুল রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি হচ্ছে-

১। জাগো, ব্যাথার ঠাকুর [ছায়াচিত্রে গানটি সুনীতির (আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]
২। অবিরত বাদর বরষিছে ঝরঝর [ছায়াচিত্রে গানটি সুনীতির (আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]
৩। চমকে চপলা, মেঘে মগন গগন [গানটি ছায়াচিত্রে সুনীতির (আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]
৪। ধূলার ঠাকুর , ধূলার ঠাকুর [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]
৫। হরি নামের সুধায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারি [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]
৬। আমি রাজার কুমার পথ-ভোলা [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]
৭। হে দুঃখ হরণ ভক্তের শরণ [ছায়াচিত্রে গানটি মুনি-পত্নীর (পারুল বালা) কণ্ঠে গীত]
৮। শিশু নটবর নেচে' নেচে' যায় [ছায়াচিত্রে গানটি মুনি-পত্নীর (পারুল বালা) কণ্ঠে গীত]
৯। মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে [ছায়াচিত্রে গানটি নারদের (কবি নজরুল) কণ্ঠে গীত]
১০। গহন বনে শ্রীহরি নামের [ছায়াচিত্রে গানটি নারদের (কবি নজরুল) কণ্ঠে গীত]
১১। দাও দেখা দাও দেখা [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]
১২। ফুটিল মানস-মাধব-কুঞ্জে [ছায়াচিত্রে গানটি নারদের (কবি নজরুল) কণ্ঠে গীত]
১৩। হৃদি-পদ্মে চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম [ছায়াচিত্রে গানটি দ্বৈত-কণ্ঠে নারদ (কবি নজরুল) এবং ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]
১৪। ফিরে আয় ওরে ফিরে আয় [ছায়াচিত্রে গানটি সুনীতির (আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]
১৫। নাচো বনমালী করতালি দিয়া [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]
১৬। জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর [ছায়াচিত্রে গানটি দ্বৈত-কণ্ঠে ধ্রুব (মাষ্টার প্রবোধ) এবং সুনীতির (আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]
১৭। কাঁদিসনে আর কাঁদিসনে মা [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]

এই চলচ্চিত্রে আরো একটি গান আছে। গানটি রচনা করেছেন ছায়াচিত্রের কাহিনীকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ। তবে সুরারোপ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। গানটির প্রথম চরণ হলো-

---

[৫] *মাসিক সওগাত*' ৩ সংখ্যা, ১০ম বর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৩৩-জানুয়ারী ১৯৩৪, পৃ.-২২১।
প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭-১৮।

১৮। আয়রে আয় হরি বলে
বাহু তুলে নেচে নেচে আয়
ছায়াচিত্রে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন ধ্রুব অর্থাৎ মাষ্টার প্রবোধ।

পাতালপুরী

কালী ফিল্মস প্রযোজিত ছায়াছবি "পাতালপুরী" ১৯৩৫ সালের ২৩ মার্চ কোলকাতার রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। ছায়াচিত্রটি প্রযোজনা করেন প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গীত রচনা করেন-কাজী নজরুল ইসলাম এবং শৈলজানন্দ। সংগীত পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম, তার সহকারী ছিলেন কমল দাসগুপ্ত।

ছায়াচিত্রের কাহিনী লেখা হয়েছিল বর্ধমানের কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনী অবলম্বন করে। জানা যায় কবি নজরুল এই চলচ্চিত্রের সংগীত রচনার পূর্বে বর্ধমানের কয়লাখনি অঞ্চলে গিয়ে খনি শ্রমিকদের জীবন যাত্রা প্রত্যক্ষ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে সেই কুলি-কামিনীদের মুখের শব্দ সংগৃহিত করে গান রচনা করেন। রাঢ় বাংলার প্রচলিত ঝুমুরের সুরের সাথে সাঁওতালীকে মিলিয়ে তৈরী করলেন নজরুলী ঝুমুর। এই চলচ্চিত্রের মোট গানের সংখ্যা জানা যায় না। তবে বিশিষ্ট সংগীত গবেষক আব্দুল আজীজ আল-আমানের "নজরুল গীতি (অখণ্ড)" থেকে মোট সাতটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানগুলির হলো-

১। আঁধার ঘরের আলো
২। এলো খোঁপায় পরিয়ে দে
৩। ও শিকারী মারিস না তুই
৪। ধীরে চল চরণ টলমল
৫। তাল পুকুরে তুলছিল সে শালুক
৬। দুখের সাথী গেলি চলে

'পাতালপুরী' চলচ্চিত্রেই প্রথম নজরুলী ঝুমুরের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে গ্রামোফোন কোম্পানী নজরুলী ঝুমুরের হাজার হাজার রেকর্ড বিক্রি করেছিল।

গ্রহের ফের

দেবদত্ত ফিল্মস এর ছায়াচিত্র "গ্রহের ফের" ১৯৩৭ সালের ৪ ডিসেম্বর রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াছবির প্রযোজক ছিলেন শ্রীযুক্ত দেবদত্ত শীল। কাহিনীকার ডা. নরেশ সেনগুপ্ত। সংলাপ রচয়িতা ছিলেন প্রেমেন মিত্র। ছায়াছবির পরিচালক চারু রায়। সংগীত রচনা করেন অজয় ভট্টাচার্য। সংগীত পরিচালনা করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য রচিত ছয়টি গান সুরারোপ করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বিদ্যাপতি

নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে ছায়াছবি "বিদ্যাপতি" ১৯৩৮ সালের ২ এপ্রিল কোলকাতার চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের রেকর্ড নাটিকা "বিদ্যাপতি" অবলম্বনে ছায়াছবি "বিদ্যাপতি" চিত্র নির্মাণ করা হয়। নিউ থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষ সেকালের বিখ্যাত পরিচালক দেবকী কুমার বসুকে নজরুলের কাহিনী, গান, সুর ও সংলাপ নিয়ে "বিদ্যাপতি" ছবি নির্মাণের দায়িত্ব দেন। এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন নজরুল তবে পর্দায় নাম গেছে পরিচালক দেবকী বসুর। ছবির বেশীর ভাগ গানই কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ও সুর করা। যদিও সংগীত পরিচালক হিসেবে রাইচাঁদ বড়ালের নামই প্রচারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে

"নিউ থিয়েটার্সে নিয়োগকৃত সংগীত পরিচালক রাঁইচাঁদ বড়ালের একটি স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকার থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই, যা "গানের কাগজ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন কোম্পানীর নিয়োগকৃত সুরকার হওয়ায় নাম ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নজরুলের সুরেই গান গাওয়া হয়েছে।"[৬]

[৬] আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৯৬-১৯৭।

স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ হতে একথা জানা যায় যে, কবি কাজী নজরুল বিদ্যাপতি ছায়াচিত্রের চিত্রনাট্য সংলাপ ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। কিন্তু কবি নজরুল কয়টি গান ও কি কি গান এ ছায়াছবির জন্য রচনা ও সুরারোপ করেছিলেন তার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না তবে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এছাড়াও অন্যান্য গানগুলি পদাবলী থেকে নেওয়া মৈথিলী ভাষায় রচিত।

"বিদ্যাপতি" ছায়াচিত্রের হিন্দি রুপ ১৯৩৮ সালের ২৩ এপ্রিল কোলকাতায় নিউ সিনেমা হলে প্রথম মুক্তি পায়। কিন্তু বিদ্যাপতি ছায়াচিত্রের প্রিন্ট, প্রচারপুস্তিকা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় হিন্দী বিবরণ সম্পকে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তবে এইটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যে, "বিদ্যাপতি" হিন্দি ছায়াছবি খুবই লোকপ্রিয়তা পেয়েছিল আর এর ফলে কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দি ভাষাভাষী দর্শকদের কাছে কাজী নজরুল ইসলাম বহুল পরিচিতি লাভ করেন। এই ছায়াচিত্রের কাহিনী ও রচিত হয় নজরুল রচিত "বিদ্যাপতি" নাটক (বাংলা)-র কাহিনী অবলম্বনে এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম কয়েকটি গীত রচনা করেন ও সুরারোপ করেন। তবে কি কি গান রচনা করেন ও সুরারোপ করেন তার কোন হদিস পাওয়া যায় নি। তবে অনুপম হায়াতের *"চলচ্চিত্র জগতে নজরুল"* শীর্ষক বই থেকে পাওয়া যায় যে, এই ছায়াছবিতে কে.এল. সায়গলের গাওয়া " পনঘটপে কনহইয়া আতা হ্যায়" ও "গোকুল সে গয়ে গিরিধারী" এবং পাহাড়ী সান্যালের গাওয়া "দর্শন হয়ে তিহারে" গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। তবে এই গানগুলি নজরুলের লেখা বা সুর করা কিনা সেই সম্বন্ধে কোন তথ্য বইটিতে নেই।

গোরা

দেবদত্ত ফিল্মস প্রযোজিত ছায়াচিত্র "গোরা" ১৯৩৮ সালের ৩০ জুলাই কোলকাতার "চিত্রা" প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। বাংলা চলচ্চিত্রে "রবীন্দ্র-নজরুল" প্রতিভার মিলন ঘটেছিলো "গোরা" চলচ্চিত্রে। এই ছায়চিত্রের কাহিনী লেখক ও গীতিকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চলচ্চিত্রটির পরিচাল ছিলেন নরেশ মিত্র। সংগীত পরিচালনা কাজী নজরুল ইসলাম, সহাকারী সংগীত পরিচালক কালীপদ সেন। গোরা ছায়াছবিতে মোট সাতটি গান ব্যবহৃত হয়েছে এর মধ্যে তিনটি রবীন্দ্র সঙ্গীত, পুরান কিংবা গীতা থেকে দুটো শ্লোক পাঠ আছে এবং একটি গান রচনা ও সুরসংযোজন কাজী নজরুল ইসলামের বাকি গানটি হলো বঙ্কিমচন্দ্র রচিত "সুজলাং সুফলাং শষ্য শ্যামলাং মলয়া শিতলাং"। এই গানটির সুরসংযোজন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি নজরুল রবীন্দ্রনাথের করা সুরটিকেই ছায়াচিত্রে ব্যবহার করেছিলেন। কবি নজরুল রচিত ও সুরারোপিত গানটিতে কণ্ঠদান করেন শিল্পী ভক্তিময় দাসগুপ্ত। গানটি নজরুল ইসলাম "আশা-তোড়ী" রাগে সুরারোপ করেন। গানটি নিম্নরুপ-

আশা- তোড়ী-ত্রিতাল
ঊষা এলো চুপি চুপি / রাঙিয়া সলাজ অনুরাগে।
চাহে ভীরু নববধূ সম/তরুণ অরুণ বুঝি জাগে"
শুকতারা যেন তার জলভরা আঁখি/ আনন্দ বেদনায় কাঁপে থাকি থাকি।
সেবার লাগিয়া হাত দুটি/ মালার সম পড়ে লুটি
কাহার পরশ-রস মাগে॥[৭]

গোরা চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত রবীন্দ্র সংগীত গুলি নিয়ে ছবি মুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্বভারতী কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এ কারণে কবি নজরুলকে বেশ উদ্বিগ্ন হতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কবি শিষ্য প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক নিতাই ঘটকের স্মৃতিচারণ-

"দেবদত্ত ফিল্মস রবীন্দ্র নাথের "গোরা"-র চিত্ররুপ তুললেন। সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তখন বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগীয় বোর্ড থেকে রেকর্ড বা ফিল্মের গানগুলির জন্য অনুমতি নিতে হত। কবি নজরুল বিনা অনুমতিতেই কিন্তু "গোরা"-র গান করেছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল অন্ততপক্ষে তিনি যেখানে সংগীত পরিচালক বিশ্বভারতী-র বোর্ড সেখানে কোন রকম আপত্তি তুলবেন না। কিন্তু ছবিটির মুক্তি রজনীর ২/১ দিন পূর্বে " ট্রেড শো"-র দিন বিশ্বভারতী পর্যবেক্ষক এসে কবির গাওয়া গানগুলির ত্রুটি ধরলেন এবং ছবির মুক্তি বন্ধ করলেন। প্রডিউসারের মাথায় হাত। কবি হার মানলেন না। ব্যাপারটি শোনামাত্র কবি সঙ্গে সঙ্গে একটি গাড়িতে করে "গোরা" ফিল্মটি কপি একটি ছোট প্রোজেক্শন মেশিন, সঙ্গে দেবদত্ত ফিল্মস এর প্রোপাইটার ও তখনকার তার সহকারী মানু গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে। বিশ্ব কবিতো তাঁকে দেখে প্রথমে অবাক ও পরমুহূর্তে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে বললেন এসেছই যখন কয়েকদিন আমার কাছে থেকে যাও। নজরুল বললেন, "সে তো আমার সৌভাগ্য- কিন্তু এখন যে এক ভীষণ বিপদ থেখে উদ্ধার পেতে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। তারপর নজরুল ছবি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার বললেন।

[৭] মূল সম্পাদক- আব্দুল আযীয আল-আমান, *নজরুল গীতি (অখণ্ড)*, হরফ প্রকাশনি, ২৩ সেপ্টেম্বর-১৯৭৮, পৃ.-২০৮

বিশ্বভারতী বোর্ডের অনুমোদন না পাওয়ার কথাও জানালেন। শুনে বিশ্বকবি বেশ অসন্তুষ্ট স্বরে অভিমত প্রকাশ করলেন-'কী-কাণ্ড বলত? তুমি শিখিয়েছে আমার গান আর ওরা কোন আক্কলে তা'র দোষ ধরে.....? তোমার চেয়েও আমার গান কী তারা বেশী বুঝবে। আমার গানের মর্যাদা কী ওরা বেশি দিতে পারবে?' কবি নজরুল বললেন,' কিন্তু লিখিত অনুমতি না পেলে সামনের ঘোষিত তারিখে ছবিটার মুক্তি দেওয়া যাবে না। আপনি দয়া করে আজ এক সময় ছবিটা দেখুন-আমি প্রজেক্টর ও ফিল্ম সঙ্গে করে এনেছি। তারপর অনুমতি পত্রে একটা সই দিয়ে দিন।' বিশ্বকবি বলেন-'ছবি দেখাতে চাও সকলকেই দেখাও-সবাই আনন্দ পাবে। আপাতত দাও কিসে সই করতে হবে'- এই বলে নজরুলের হাত থেকে আগের থেকেই লিখে রাখা অনুমতি পত্র নিয়ে তাতে সই ও তারিখ দিয়ে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনেই ছবিখানি মুক্তি পেল।"[৮]

জনশ্রুত আছে বিশ্বভারতীর এই আচরণের জবাবস্বরূপ নজরুল আশা-তোড়ী রাগে "ঊষা এলো চুপি চুপি" গানটি রচনা করে "গোরা" চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেন।

সাপুড়ে

নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত "সাপুড়ে" (বাংলা) ১৯৩৯ সালের ২৭ শে মে কোলকাতার "চিত্রা" ও "নিউ সিনেমা" প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। এই ছায়াচিত্রের কাহিণীকার কাজী নজরুল ইসলাম। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- দেবকী কুমার বসু। গীতিকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, অজয় ভট্টাচার্য ও সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল। এই ছবির নাম প্রাথমিক পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছিলো "বিষের বাঁশী"। কিন্তু পরে তা পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলায় "সাপুড়ে" আর হিন্দীতে "সাপেরা"। ছায়াছবিতে চিত্রনাট্যকার হিসেবে দেবকী বসুর নাম পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে চিত্রনাট্যকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

"সাপুড়ে" ছায়াচিত্রে মোট আটটি গান রয়েছে। চলচ্চিত্রের চটি পুস্তিকাতে সুরকার হিসেবে রাইচাঁদ বড়ালের নাম ছাপা হলেও রেকর্ড লেবেলে গানগুলির সুরকার হিসেবে নজরুল ইসলামের নাম পাওয়া যায়। এছাড়াও ছায়াছবির সংগীত পরিচালক হিসেবেও রাইচাঁদ বড়ালের নাম পাওয়া গেলে আটটি গানের মধ্যে সাতটি গান রচনা, সুরসংযোজন এবং শিল্পী প্রশিক্ষণের সকল দায়দায়িত্ব পালন করেন কাজী নজরুল ইসলাম। বাকি একটি গানের গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য এবং সেটি সুরারোপ করেন রাইচাঁদ বড়াল। এই প্রসঙ্গে *"চলচ্চিত্রে নজরুল"* বইয়ের লেখক আসাদুল হকের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা দরকার-

"আমি একদিন নিজে বড়াল মশায়ের কাছে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন-নিউ থিয়েটার্সের বিধি-নিয়ম অনুসারে কোম্পানীর যত সিনেমা তৈরী হতো তার সুরকার থাকবেন হয় বড়াল মশায় অথবা শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক। তাঁরা দুইজন নিউ থিয়েটার্সের বেতনভোগী সুরকার। সে জন্যে সিনেমার পুস্তিকায় তার নাম ছাপা হয় কিন্তু গানগুলির রচনা ও সুরারোপ করেন নজরুল। অবশ্য সেজন্য কোম্পানী তাঁকে উপযুক্ত সম্মানী দিয়েছিল।"[৯]

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি হলো-

১। হলুদ গাঁদার ফুল
২। আকাশে হেলান দিয়ে
৩। কথা কইবে না বউ
৪। কলার মান্দাস বানিয়ে দাও
৫। পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম
৬। ফুটফুটে চাঁদ হাসে রে
৭। দেখিলো তোর হাত দেখি

এই গানগুলির মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গান আজও নজরুল প্রেমীদের মুখে মুখে ঘোরে। এর মধ্যে কানন দেবীর গাওয়া একটি গানের বাণী নিচে দেওয়া হলো-

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ।
ঐ পাহাড়ের ঝর্ণা আমি/ ঘরে নাহি রই গো উধাও হয়ে বই ॥
চিতা বাঘ মিতা আমার গোখরো খেলার সাথী;
সাপের ঝাঁপি বুকে ধ'রে সুখে কাটাই রাতি।

---

[৮] নিতাই ঘটক, *মুক্ত বিহঙ্গ-স্বর্ণপক্ষ ঈগল*, *তথ্য: কাফেলা*, আশ্বিন সংখ্যা ১৩৮৯ ইং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮২ পৃ.-৩৭।
আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩।

[৯] আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৪।

ঘূর্ণী হাওয়ায় উড়নী ধরে আমি নাচি তাথৈ তাথৈ ॥[১০]

এই গানটি সম্বন্ধে কানন দেবী জানিয়েছিলেন-

'আকাশ-এ হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়, কাজীদার বাণীতে আমার আর একটি স্মরণীয় গান। তিনি এ গানটি আমার বৌ বাজারের বাড়িতে বসে লিখেছেন। "সাপুড়ে" ছবির গান ও কাহিনী তিনি আমার বাসায় বসে লিখতেন।"[১১]

হিন্দি "সাপেড়া" ছায়াচিত্রটি করাচি ও বম্বেতে এক যোগে মুক্তি লাভ করে বলে জানা যায়। তবে "সাপেড়া " ছায়াচিত্রে কতগুলি গান ছিল এবং কোন কোন গান কাজী নজরুল ইসলামের রচনা ও সুরসংযোজন করা ছিল সে কথা আজ আর কেউ বলতে পারে না।

চৌরঙ্গী

ফজলী ব্রাদার্সের ব্যানারে এবং এম্পায়ার্স ডিস্ট্রিবিউটার্স এর পরিবেশনায় ছায়াছবি "চৌরঙ্গী" (বাংলা) ১৯৪২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কোলকাতার রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। কাহিনী প্রযোজনা এবং চিত্রনাট্য রচয়িতা করেন এস্. ফজলী। বাংলায় সংলাপ রচনা করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সংগীত রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং নবেন্দু সুন্দর। সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সহকারী সংগীত পরিচালক হিসেবে ছিলেন কালীপদ সেন। এই ছবির জন্য ৮টি গান লিখেছিলেন কবি। গানগুলি হলো-

১। চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী
২। সারা দিন ছাদ পিটি
৩। রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্
৪। জহরত পান্ন হীরার বৃষ্টি
৫। প্রেম আর ফুলের জাতিকূল নাই
৬। ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
৭। ঘর ছাড়া ছেলে
৮। ও গো বৈশাখী ঝড় লয়ে যাও

গানগুলির সুরকারও ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

চৌরঙ্গী (হিন্দি) কাহিনীচিত্র বাংলা চৌরঙ্গী কাহিনীচিত্রের আগে মুক্তি পেয়েছিলো। চৌরঙ্গী (হিন্দি) মুক্তি পায় ১৯৪২ সালের ৪ জুলাই কোলকাতার নিউ সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে। চৌরঙ্গী (হিন্দি) কাহিনীচিত্রের সংগীত পরিচালনায় ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আবহ সংগীত রচনায় কাজী নজরুল ইসলামের নামের পাশাপাশি হনুমান পণ্ডিত শর্মার নামও পাওয়া যায়। চৌরঙ্গী (হিন্দি) ভার্সনে মোট গানের সংখ্যা ছিলো ১৩টি। এর মধ্যে একটি গান মীর্জ্জা গালিবের, হজরৎ জীগর মুরাদাবাদীর রচিত তিনটি গান, এছাড়াও আরজু লখনউভি এবং পরতাব লাখনউভি দুজনেই একটি করে গান রচনা করেন। সিনেমার চটি পুস্তিকায় এই ছয়টি গানের পাশে গানের রচয়িতাদের নাম বন্ধনীর মাঝে উল্লেখ করা আছে। তবে গান গুলির সুরারোপ করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাকি ৭টি গানের মধ্যে কোন কোন বিশ্লেষকের মতে ৬টি গান কাজী নজরুল ইসলামের রচনা আবার কারো মতে ৭টি গানই কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন এবং সুরারোপ করেন।

গানগুলি হলো-

১। চৌরঙ্গী হায় ইয়ে চৌরঙ্গী
২। সারা দিন ছাত্ পীটী হাত হুঁ দুখাইরে
৩। ক্যায়সে খেলন্ জাবে সাবন মে কজরিয়া
৪। আ-জারি নিন্দিয়া তু আ- কিউ না যা-
৫। জো উমপে গুজরতি হায় কিসনে
৬। উহ কব্কে আয়ে ভী আত্তর গয়েভী

---

[১০] মূল সম্পাদক- আব্দুল আযীয আল-আমান, *নজরুল গীতি (অখণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪।

[১১] কানন দেবী: কবি প্রণাম-বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত *নজরুল কথা*, কলকাতা, পৃ.২৭২।
অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্র জগতে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৫।

৭। হাম ইশ্‌কে মারো কা

নন্দিনী

কে. বি. পিকচার্স প্রযোজিত ও কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা নিবেদিত ছায়াছবি "নন্দিনী" ১৯৪১ সালের ৮ নভেম্বর রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। ছায়াছবির কাহিনী রচনা, চিত্রনাট্য রচনা এবং ছায়াছবি পরিচালার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন হিমাংসু দত্ত (সুরসাগর)। ছায়াছবির সংগীত রচয়িতা ছিলেন যথাক্রমে

১। কাজী নজরুল ইসলাম ২। সুবল দত্ত এবং ৩। প্রণব রায়।

কবি নজরুল বন্ধু শৈলজানন্দের অনুরোধ এই ছায়াচিত্রের জন্য দুটি গান রচনা ও সুরারোপ করেন। গান দুটি সুর প্রশিক্ষণ কবি নিজে করেছিলেন। নন্দিনী ছায়াছবির নজরুল সুরারোপিত গান দুটিতে কণ্ঠদান করেন প্রখ্যাত শিল্পী কুমার শচীনদেব বর্মন। বিশ্লেষকদের মতে "এই গান দুটি কবি নজরুল আর শচীনদেব বর্মনের এক অমর সৃষ্টি, যুগ্ম প্রতিভার এক অম্লান স্বাক্ষর"। নজরুলের কালজয়ী সেই গান দুটি হলো

১। চোখ গেল চোখ গেল

২। পদ্মার ঢেউ রে

প্রথম গানটি ছায়াচিত্রে ব্যবহৃত হলেও, দ্বিতীয় গানটি শেষ পর্যন্ত ছায়াচিত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। তবে এই গান দুটি কবি নজরুল ইসলামের এক অমর সৃষ্টি।

রজত জয়ন্তীর

রজত জয়ন্তী সিনেমায় নজরুলের দুটি গান ব্যবহার হয়েছে বলে জানা যায়। আর কোন সম্পৃক্ততার কথা জানা যায় না। শিল্পী মলিনা দেবীর কণ্ঠে গীত "তুমি কি দখিনা হাওয়া" গানটি নজরুলের সৃষ্টি। তবে দ্বিতীয় গানটি নজরুলের কি না তা জানা সম্ভব হয় নি।

দিকশূল

কবি কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ হওয়ার পর নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় কথাশিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর কাহিনী অবলম্বনে ১৪ আগষ্ট ১৯৪৩ সালে কোলকাতায় এক যোগে মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে প্রথম মুক্তিলাভ করে ছায়াছবি "দিকশূল"। ছায়াচিত্রের পরিচালক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সংগীত পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক। সংগীত রচনায় ১। কাজী নজরুল ইসলাম ২। প্রণব রায় এবং ৩। ভোলানাথ মিত্র। এই ছায়াছবির ৫টি গানের মধ্যে ২টি গানের গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম। গান দুটি হলো-

১। ফুরাবে না এই মালা গাঁথা মোর

২। ঝুম্‌কো লতার জোনাকী

প্রথম গানটিতে কণ্ঠদান করেন শিল্পী অঞ্জলী রায়। আর দ্বিতীয় গানটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি ছড়ার গান। গানটি ছায়াছবিতে শিল্পী রাধারানী দ্বারা গীত হয়েছিলো। গান দুটির সুরকার শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক। পঙ্কজ কুমার মল্লিক কবি নজরুলের গান দুটি তার নিজস্ব ঢংয়ে সুরারোপ করেছিলেন

অভিনয় নয়

কালী ফিল্মস লিমিটেড প্রযোজিত ছায়াছবি "অভিনয় নয়" কোলকাতার রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে প্রথম মুক্তি লাভ করে ১৯৪৫ সালের ২রা মার্চ। কাহিনীকার ও পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন গিরীণ চক্রবর্তী। গীত রচনায় ১। কাজী নজরুল ইসলাম ২। মোহিনী চৌধুরী ও ৩। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই ছায়াছবিতে মোট গানের সংখ্যা সাতটি। তার মধ্যে একটি গান নজরুল ইসলাম রচিত, গানটি নজরুল ইসলাম রচিত একটি ঝুমুর গান। ছায়াছবিতে গানটি নাচের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে গীত হয়েছে। পুরুষ কণ্ঠটি সুরকার গিরীণ চক্রবর্তীর এবং মহিলা কণ্ঠটি শেফালি ঘোষের। গানটি হলো-

"ও শাপলা ফুল নেবো না

বাব্‌লা ফুল এনে দে"

কবি বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও কবি শিষ্য সুরকার গিরীণ চক্রবর্তী তাঁদের কৃতজ্ঞতার স্মৃতিস্বরূপ ছায়াছবিতে গানটি ব্যবহার করেছিলেন। কারণ যখন এই ছায়াছবি মুক্তিলাভ করে তখন কাজী নজরুল ইসলাম কোন কিছু ঠিক মত বলতে বা মনে করতে পারতেন না।

শহর থেকে দূরে

ইষ্টার্ন টকিজ লিমিটেড নিবেদিত "শহর থেকে দূরে" ছায়াছবিটি ২৪ শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে মুক্তি লাভ করে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ছায়াচিত্রের টাইটেলে গীতিকার হিসেবে নজরুলের নাম পাওয়া যায়। অভিনয়াংশের এক জায়গায় নজরুলের "কে বিদেশী বন উদাসী" গানটির দুটি লাইন খালি গলায় গাইতে দেখা যায়। তবে জানা যায় যে, "আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়" গানটি কবি এই ছায়াচিত্রের জন্য রচনা করেছিলেন তবে অজ্ঞাত কোন কারণবশত গানটি নজরুল নিয়ে যান।

উল্লেখিত ছায়াছবি গুলির সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪২ সালের জুলাই পর্যন্ত সুস্থাবস্থায় কাজী নজরুল ইসলাম চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক, সংগীত পরিচালক, সুরকার, গীতিকার, কাহিনীকার, অভিনেতা, সংগঠক হিসেবে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি থেকে কবির অসুখ প্রকট হয়ে ধরা দেয়ায় নজরুল তার কর্মজীবন থেকে বিদায় নেন। ১৯৪২ সালের পর কবি নজরুলের পক্ষে আর কোন ছায়াছবির সাথে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। কোন কোন পরিচালক, প্রযোজক তাদের ছায়াছবিতে কবি নজরুলের দুই একটি গান ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে কোন কোন সংগীত পরিচালক কবির আদি সুরটাকেই ব্যবহার করেছেন। আবার কেউ কেউ নিজেদের ইচ্ছামত নিজে নতুন করে সুরসংযোজন করে গান ব্যবহার করেছেন।

"এরপর বেশ কয়েকটি বছর (১৯৪২-১৯৬৪) কবির জীবনের অন্ধকরময় যুগ বলা যায়। কবির রচিত গান ও সুর আর কেউ গাইতো না। রেডিওতেও প্রচার হতো না। এমনকি কবির রচিত গান ও সুর অন্যের নামে প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিহাসকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। সত্য একদিন একদিন কোন না কোন উপায়ে প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কিছু নতুন উৎসাহিত গবেষকদের প্রচেষ্টায় নজরুলের সাহিত্য ও সংগীত এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে থাকে। কবির কোন কোন গুনগ্রাহী কবির কিছু কিছু বিখ্যাত গান তাঁদের পরিচালিত ছায়াছবিতে ব্যবহার করেন।" [১২]

কোন্ কোন্ ছায়াছবিতে কি কি গান ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো-

চট্টগ্রাম আস্ত্রাগার লুণ্ঠন

নির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় ছায়াছবি " চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" ১৯৪৯ সালের ২৭ নভেম্বর, কোলকাতায় একযোগে মিণার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবির প্রযোজক ছিলেন সত্যদেব নারঙ্। গীতিকার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম। সংগীত পরিচালক কালীপদ সেন। এই ছায়াছবিতে কবি নজরুলের দুটো বিখ্যাত কোরাস গান ব্যবহৃত হয়েছ। গান দুটি হলো-

১। চল্ চল্ চল্
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
২। কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট

এই বিখ্যাত গান দুটো কবি নজরুলের আদি সুরে ছায়াছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে। "চল্ চল্ চল্" গানটির যন্ত্র-সংগীত এবং সমবেত কণ্ঠে রেকর্ড দুটি চীন সীমান্তে ভারতের সাথে চীনের সংঘর্ষের সময় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সরকার "চল্ চল্ চল্" গানের সুরটাকে রণ সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

শ্রী শ্রী তারোকেশ্বর

শক্তি প্রডাকশন নির্মিত ছবি " শ্রী শ্রী তারোকেশ্বর" ১৯৫৮ সালের ২৮ নভেম্বর উত্তরা, পূরবী, উজালা প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবির পরিচালক বংশী আস্, সংগীত পরিচালক-পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, গীতিকার-কাজী নজরুল ইসলাম, আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

[১২] আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮১-১৮২।

তিন কন্যা

বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'ছায়াচিত্র তিনকন্যা' ১৯৬১ সালের ৫ই মে রুপবাণী, অরুণা ও ভারতী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াচিত্রের কাহিনীকার ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্রনাট্য, সংগীত পরিচালনা ও সিনেমা পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তথ্য সূত্রে জানা যায়, শ্রী সত্যজিৎ রায় "তিন কন্যা" ছায়াছবির সমাপ্তি খণ্ডে নজরুলের "বসিয়া বিজনে কেন একা মনে" গানটির প্রথম অংশটুকু রেকর্ড বাজিয়ে ব্যবহার করেছিলেন, তবে সত্যজিৎ রায় জানতেন না যে গানটি নজরুল ইসলাম রচিত ও সুরারোপিত। পরে যখন গ্রামোফোন কোম্পানী গানটি ছায়াছবিতে ব্যবহারের জন্য রয়্যালটি দাবি করে তখন তিনি জানতে পারেন গানটি নজরুল ইসলামের। এইচ.এম ভি গ্রামোফোন কোম্পানী ঐ গানটির স্বত্ব নজরুলের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলো।

হাসুলি বাঁকের উপকথা

জালান প্রডাকশন নিবেদিত " হাসুলি বাঁকের উপকথা" চলচ্চিত্রটি ১৯৬২ সালের ১৪ ই এপ্রিলই মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াছবির কাহিনীকার ও গীতিকার তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা তপন সিংহ, সুরকার- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই ছায়াছবিতে নজরুলের বিখ্যাত গান "কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে" কবিকৃত আদি সুরে ব্যবহৃত হয়েছে। গানটি দ্বৈত কণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বেলা মুখোপাধ্যায় নজরুলের মূল সুরেই গেয়েছেন।

দাদা ঠাকুর

জালান প্রডাকশন নিবেদিত "দাদা ঠাকুর" ছায়াছবিটি ১৯৬২ সালের ৯ই নভেম্বর মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবিটির পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়। কাহিনীকার এ.কে সরকার। গীতিকার-কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার। সংগীত পরিচালনা করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই ছায়াছবিতে নজরুলের বিখ্যাত কোরাস গান "দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু দুস্তর পারাবার হে" গানটি আদি সুরে ব্যবহৃত হয়েছে।

এগুলো ছাড়াও আরও কিছু চলচ্চিত্রে নজরুলের গান ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু নজরুলের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়নি এমনকি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়নি নজরুল ইসলামকে। হয়তো এমনও হতে পারে নজরুল সুস্থ অবস্থায় এ গানগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন কিংবা পরবর্তীকালে তাঁর পরিবারের নিকট থেকে এ গানগুলি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। নিচে এমন কয়েকটি ছায়াছবির কথা উল্লেখ করা হলো-

সুরের আগুন

১৯৬৫ সালের ২৫ শে জুন মিনার, বিজলী এবং ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াচিত্রে নজরুলের লেখা গান ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায়। তবে কটি গান আছে তা জানা যায়নি।

সিরাজদ্দৌলা

১৯৬৭ সালে ছায়াছবিটি ঢাকার মুক্তি লাভ করে। ছবিটির প্রযোজক খান আতাউর রহমান। এই ছায়াচিত্রে কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুটি গান ব্যবহৃত হয়েছেন। গান দুটি যথাক্রমে-

১। পথহারা পাখি কেঁদে ফেরে একা

২। এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে

গান দুটিতে কণ্ঠ দান করেছেন ১। ফেরদৌসী রহমান ও ২। আবদুল আলিম।

জীবন থেকে নেয়া

১৯৭০ সালে জহির রায়হান তার "জীবন থেকে নেয়া" ছায়াছবিতে কবি নজরুলের দুটি গান ব্যবহার করেন। গান দুটি হলো-

১। কারার ঐ লৌহ কপাট

২। শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল

"জীবন থেকে নেয়া" ছায়াচিত্রটি ১৯৭০ সালের বাংলাদেশে গণ আন্দোলনের সময় চিত্রায়িত হয়। দেশের পরিস্থিতির সাথে গান দুটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছিলো।

কোথায় যেন দেখেছি

কথাকলি ফিল্মসের ছায়াছবি "কোথায় যেন দেখেছি" ১৯৭০ সালে চিত্রায়িত হয়। ছায়াছবিটির চিত্রনাট্য ও সংগীত পরিচালনা করেন নিজামুল হক ও কাহিনীকার-ছন্দা হক। এই ছায়াচিত্রে কবি নজরুলে সেই বিখ্যাত কোরাস গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল-

জাগো, জাগো অনশন-বন্দি, ওঠোরে যত

গানটিতে কণ্ঠদান করেন শিল্পী অজিৎ রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ।

বিরাজ বৌ

১৯৭২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী উত্তরা, পূরবী ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে "বিরাজ বৌ" মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক ছিলেন কালীপদ সেন। নজরুলের গান ব্যবহৃত হয়েছে ছায়াছবিটিতে, তবে কি কি গান তা জানা সম্ভব হয়নি।

পদি পিষির বারমী বাক্স

অনিন্দ চিত্রা প্রডাকশন নিবেদিত "পদি পিষির বারমী বাক্স "ছায়াচিত্রটি ১৯৭২ সালের ৩রা নভেম্বর রাধা ও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। ছবিটির পরিচালনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অরুনদ্ধুতী দেবী। গীতিকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম পাওয়া গেলেও কি কি গান ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা যায় নি।

অর্জুন

ইন্দার সেন পরিচালিত "অর্জুন" ছায়াছবিটি ১৬ই জুলাই ১৯৭৬ সালে উত্তরা, পূরবী ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। কাহিনীকার-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গীতিকার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, পুলক বন্দোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক আনন্দ শঙ্কর। নজরুলের কোন গান ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা যায় নি।

অসময়

আপনজন চিত্রম প্রডাকশনস নিবেদিত "অসময়" ছায়াছবিটি ১৯৭৬ সালের ২৩ জুলাই রাধা, পূর্ণিমা ও প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবির কাহিনীকার ও পরিচালক-ইন্দার সেন। গীতিকার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, পুলক বন্দোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক আনন্দ শঙ্কর। তবে নজরুলের কোন কোন গান ব্যবহৃত হয়েছে তা সম্ভব হয় নি।

সম্রাট

ছায়াছবিটি ১৯৭৬ সালে বসুশ্রী ও বীণা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সুরকার- কালীপাদ সেন।

বারবধূ

উর্বশী চিত্রম প্রডাকশনস নিবেদিত "বারবধূ" ছায়াছবিটি ১৯৭৮ সালের ১৪ই এপ্রিল উত্তরা, পূরবী ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। কাহিনীকার- সুবোধ ঘোষ। চিত্রনাট্য লিখেছিলেন- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালনা করেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। গীতিকার-কাজী নজরুল ইসলাম, অমিতাভ চৌধুরী, সংগীত পরিচালক- আনন্দ শঙ্কর। "বারবধূ" ছবিতে কবি নজরুলের একটি বিখ্যাত গান আদি সুরেই ব্যবহৃত হয়েছে। গানটি হলো "চোখ গেল চোখ গেল"। বারবধূ ছায়াছবিতে গানটি গেয়েছেন কিংবদন্তী শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তবে এই গানটি ১৯৪১ সালে কবি কাজী নজরুলের প্রশিক্ষণে "নন্দিনী" সিনেমার জন্য কুমার শচীন দেব বর্মন গেয়েছিলেন।

বধূবিদায়

চিত্রা ফিল্মস দ্বারা পরিচালিত 'বধূবিদায়" ছায়াছবিটি ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায়। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন কাজী জহির। সংগীত পরিচালক দেবু ভট্টাচার্য। এই ছায়াছবিতে কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান তার রচিত আদি সুরেই ব্যবহৃত হয়েছে। গানটি হলো-"আমার যাবার সময় হলো"। ছায়াছবিতে গানটিতে কণ্ঠদান করেছেন সাবিনা ইয়াসমীন। এই গানটি তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়েস্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম শিল্পী আঙ্গুরবালা দ্বারা রেকর্ড বাণীবদ্ধ করান।

দেবদাস

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস " দেবদাস" তৃতীয় বারের মত চিত্রায়িত হয়ে ১৯৭৯ সালের ২৩মার্চ উত্তরা, পূরবী ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবিটির চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দিলীপ রায়। গীতিকার-কাজী নজরুল ইসলাম, হৃদয়েশ পাণ্ডে, মোহিনী চৌধুরী। সংগীত পরিচালক- কালিপদ সেন। এই ছবিতে নজরুলের তিনটি গান ব্যবহৃত হয়েছিল-

১। শাওন রাতে যদি

২। যে দিন লব বিদায়

৩। ভুলি কেমনে আজো যে মনে

সবগুলো গানই কবি নজরুলের আদি সুরে প্রখ্যাত শিল্পী মান্না দে দ্বারা গীত।

নবদিগন্ত

১৯৭৯ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর "নবদিগন্ত" ছায়াছবিটি শ্রী ও ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক ছিলেন-কালীপদ সেন। ছায়াছবিটিতে নজরুলের কি কি গান ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি।

দর্পচুর্ণ

"দর্পচুর্ণ" ছায়াছবিটি ১৯৮০ সালের ২৭ শে জুন উত্তরা ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক ছিলেন কালীপদ সেন, তবে ছবিটিতে রজরুলের কি কি গান বা কটি গান ছিল তা জানা যায় নি।

কপালকুণ্ডলা

"কপালকুণ্ডলা" চলচ্চিত্রটি মোট পাঁচবার চিত্রায়িত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৮১ সালের ১৯জুন রাধা, পূর্ণ ও প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। তৃতীয় বার চিত্রায়িত "কপাল কুণ্ডলা" চলচ্চিত্রে নজরুলের আদি সুরে " কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী" গানটি প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত হয়। যদিও সুরকার হিসেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম জানা যায়।

লাইনী মজনু

ইবনে মিজানের ছায়াছবি "লাইলী মজনু" ছায়াছবিতে কবি নজরুলের একটি বিখ্যাত গান কবির মূল সুরে ব্যবহার করা হয়েছে। গানটি হলো-

লাইলী তোমার এসেছে ফিরিয়া
মজনু গো আঁখি খোল।

ছায়াছবির গানটিতে কণ্ঠদান করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন, সংগীত পরিচালক ছিলেন মনসুর আহম্মদ।

সুবর্ণ গোলক

কালীমাতা প্রডাকশনস্ নিবেদিত "সুবর্ণ গোলক" ছায়াচিত্রটি ১৯৮১ সালের ১৭ই এপ্রিল রাধা, পূর্ণা, প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। কাহিনী-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক-মানু সেন। গীতিকার- শিবদাস বন্দোপাধ্যায়, সুরকার- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছায়াছবিতে নজরুলের "বাগিচায় বুলবুলি তুই" গানটি নজরুলের আদি সুরে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাটির স্বর্গ

মাটির স্বর্গ" ছায়াছবিটি ১৯৮২ সালের ২২ অক্টোবর রুপবাণী, অরুণা ও ভারতী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র।

নীলকণ্ঠ

সান ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল প্রডাকশনস নিবেদিত "নীলকণ্ঠ" ছায়াচিত্রটি ১৯৮৫ সালের ৯ই আগষ্ট রাধা ও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন- দিলীপ রায়। গীতিকার- কাজী নজরুল ইসলাম, জটিলেশ্বর

মুখোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালক ছিলেন- জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। "নীলকণ্ঠ" ছায়াছবিতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুটি গান মূল সুরে ব্যবহৃত হয়েছে। গান দুটি হলো-

১। তোমার মহাবিশ্বে প্রভু
হারায় না তো কিছু
২। সৃজন ছন্দে আনন্দে
নাচো নটরাজ।

নবাব সিরাজদ্দৌলা

১৯৮৮ সালে সচীন সেনগুপ্তর বিখ্যাত নাটক "সিরাজদ্দৌলা" ঢাকায় দ্বিতীয়বার চিত্রায়িত করা হয় "নবাব সিরাজদ্দৌলা" নামে। সংগীত পরিচালনা করেন-আমীর হোসেন।

এই ছায়াছবিতে ও নজরুলের দুটি গান সাবিনা ইয়াসমীন ও সুবীর নন্দী দ্বারা গীত হয়েছে। গান দুটি হলো-

১। পথ হারা পাখি
কেঁদে ফিরি একা
২। এ কূল ভাঙে ও কুল গড়ে
এই তো নদীর খেলা।

আগমন

অনুপমা ফিল্মস প্রযোজিত "আগমন" ছায়াছবিটি ১৯৮৮ সালের ২রা ডিসেম্বর রাধা, পূর্ণা ও প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেন তরুণ মজুমদার। গীতিকার-পুলক বন্দোপাধ্যায় ও সংগীত পরিচালক- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই ছায়াছবিতে নজরুল রচিত একটি গান মূল সুরে ব্যবহৃত হয়েছে। গানটি হলো "শূন্য এ বুকে পাখি মোর"। গানটিতে কণ্ঠদান করেন হৈমন্তী শুক্লা।

ভালোবাসা ও অধিকার

মনি মৃধা প্রডাকশন নিবেদিত " ভালোবাসা ও অধিকার" ছায়াছবিটি ১৯৯২ সালের ২৭ মার্চ ইন্দিরা ও পূরবী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা-দীপরঞ্জন বসু, গীতিকার-কাজী নজরুল ইসলাম ও বাপী দাস। সংগীত পরিচালনা করেন- গৌতম চট্টোপাধ্যায়। ছায়াছবিতে নজরুলের "তুমি আমার সকাল বেলার সুর" গানটি মূল সুরে ব্যবহৃত হয়।

আব্বাজান

"আব্বাজান" ছায়াছবিটি ১৯৯৪ সালের ২রা জুলাই মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সুরকার ছিলেন মৃণাল বন্দোপাধ্যায়। নজরুলের কি কি গান ও কটি গান ছায়াছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা যায় নি।

গজমুক্তা

১৯৯৪ সালের ১৩ই মে "গজমুক্তা" সিনেমাটি মিনার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। সুরকার ভূপেন হাজারিকা। নজরুলের কি কি গান ব্যবহৃত হয়েছে জানা যায় নি।

এবার আসি এমন কিছু ছায়াছবির কথায়, যে সকল ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার গণ নজরুলের কথা ও সুরকে নিজেদের লেখা ও সুর বলে ব্যবহার করেছেন নজরুলের কোনরুপ স্বীকৃতি ছাড়াই" এমন কিছু ছায়াছবির কথা উল্লেখ করা হলো-

মেরে সুরৎ তেরী আঁখে

এই ছায়াছবিটিতে প্রখ্যাত সুরকার কুমার শচীন দেব বর্মন নজরুলের কোন স্বীকৃতি ছাড়া নজরুলের নিজের করা সুরকে নিজের সুর হিসেবে ছায়াছবিতে ব্যবহার করেছেন। ছায়াছবিতে শিল্পী মান্না দের গাওয়া "পুছনা ক্যায়সে" হিন্দী গানের সুর নজরুলের বিখ্যাত বাংলাগান, "অরুণ কান্তি কে গো" সুরের প্যারোডি।

মেরে অঙ্গনে

১৯৭০ সালে "মেরে অঙ্গনে" ছায়াছবিটি মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক ছিলেন কুমার শচীনদের বর্মন। এ ছায়াছবিতে লতা মুঙ্গেশকর দ্বারা গীত "তাজ একেলি যায়" হিন্দি গানটি নজরুলের বিখ্যাত বাংলা গান "মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে" গানের প্যারোডি। এই গানেও কুমার শচীনদেব বর্মন নজরুলকে কোন স্বীকৃতি দেননি।

অফসার

এই ছায়াছবিটির সংগীত পরিচালক ছিলেন কুমার শচীনদেব বর্মন। ছবিটিতে নজরুলের স্বীকৃতি ছাড়া তার লেখা ও সুর করা "পদ্মার ঢেউরে" গানের সুরে "পদমার লহরায়" হিন্দি গানটি শচীন দেব বর্মন ব্যবহার করেন।

ভালোবাসাও অন্ধকার

এই ছায়াছবিতে "তুমি আমার সকাল বেলার সুর" এই গানটি নজরুলের স্বীকৃতি ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছিলেন।

ছদ্মবেশে

এই ছায়াছবিতে নজরুলের দুটি গান ব্যবহৃত হয়। গান দুটি হলো "বঁধু যেন বাঁধা থাকে বিনুণী ফাঁদে" ও "তোমার আঁখির মত আকাশের দুটি তারা"। কণ্ঠ দিয়েছিলেন মান্নাদে। আর কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বলিদান

এই ছায়াছবিতে সানি পাণ্ডের রচিত একটি গানে নজরুলের "শূন্য এ বুকে পাখি মোর" গানের সুর ব্যবহার করা হয়েছে। কণ্ঠ দিয়েছেন অজয় চক্রবর্তী। নজরুলের প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয় নি।

দীপার প্রেম

এই ছায়াছবিতে নজরুলের বিখ্যাত গান " শুকনো পাতায় নূপুর পায়ে" গানটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয় নি।

নতুন দিনের আলো

সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ নজরুলের "চল্ চল্ চল্" গানের সুর দিয়ে ছায়াছবির শুরু করলেও ছায়াছবিতে নজরুলের প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন নি।

বর্তমানে বাংলাদেশে নির্মিত ছায়াছবিতেও নজরুলের গান ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সোনালী আকাশ

সোনালী আকাশ ছায়াছবিটি ১৯৮৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত। এই ছায়াছবিতে নজরুলের দুটি গান ব্যবহৃত হয়েছে।
১। মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম
২। গাছের তলে ছায়া আছে।

চন্দ্রকথা

কাহিনীকার হুমায়ুন আহম্মেদ পরিচালিত চন্দ্রকথা ছায়াছবিটি ২০০৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত। সুরকার ও সংগীত পরিচালক মকসুদ জামিল মিন্টু। এই ছায়াছবিতে নজরুলের "পথ হারা পাখি" গানটি ব্যবহৃত হয়েছে।

মেহের নিগার

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত মেহের নিগার ২০০৫ সালে মুক্তি লাভ করে। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল ও ইমন সাহা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন-অভিনেত্রী মৌসুমী ও মুশফিকুর রহমান গুলজার। এই ছায়াছবির কাহিনী কাজী নজরুল ইসলামের রচিত। এই ছবিতে নজরুল ইসলামের এগারটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। গানগুলি হলো-
১। পরো, পরো চৈতালী সাজে কুসুমি শাড়ি
২। আজ এ শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে (যন্ত্র সংগীত)
৩। হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশফুল

৪। তুমি কি দক্ষিণা পবণ
৫। দূরদীপ বাসিনী
৬। আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া
৭। সখি সে হরি কেমন বল (যন্ত্র সংগীত)
৮। প্রিয় এমন রাত যেন যায়না বৃথাই
৯। পরদেশী মেঘ যাওরে ফিরে
১০। নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল
১১। পরজনমে দেখা হবে প্রিয়

রাক্ষুসী

মতিন রহমান পরিচালিত রাক্ষুসী ছায়াছবিটি ২০০৬ সালে মুক্তি প্রাপ্ত। এই ছায়াছবিটির সংগীত পরিচালনা করেন এস. আই. টুটুল। এই ছায়াছবিতে নজরুলের দুটি গান ও এস. আই. টুটুলের সুরে নজরুলের দুটি কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে-
১। আয় ওলো সই খেলবি খেলা
২। ও রে নাইয়া ধীরে চালাও তরণী
কবিতা অবলম্বনে গান-
১। গিন্নির চেয়ে শালী ভালো
২। ও মোরে মেঘ যবে জল দিল

দারুচিনি দ্বীপ

তৌকির আহমেদ পরিচালিত দারুচিনি দ্বীপ ছায়াছবিটি ২০০৭ সালে মুক্তিলাভ করে। কাহিনীকার হুমায়ূন আহমেদ। এই ছায়াছবিতে নজরুলের একটি গান ব্যবহৃত হয়। গানটি হলো- "দূর দীপ বাসিনী চিনি তোমারে চিনি"।

দুষ্টু ছেলে মিষ্টি মেয়ে

উত্তম আকাশ পরিচালিত "দুষ্টু ছেলে মিষ্টি মেয়ে" ছায়াছবিতে নজরুলের "মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী" গানটি সংগীত শিল্পী "আগুন" এর কণ্ঠে ব্যবহৃত হয়েছিল।

উপসংহার

সাহিত্যের অন্য যে কোন শাখার চেয়ে গানেই নজরুলের স্বকীয়তার প্রকাশ সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সার্থক। বাণী ও বিষয়ের বৈচিত্রে, ভাবের গভীরতায়, সুরের ইন্দ্রজালে নজরুলের গান অনন্য সাধারণ। নজরুল নিজেই তা স্বীকার করে গেছেন-

> "সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই, তবে
> এই টুকু মনে আছে সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।"[১৩]

১৯৩১ থেকে ১৯৪২ সাল (অর্থাৎ কবি অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত) এই দশ বছর নজরুলের জীবনের একটি অন্যতম দিক হলো- চলচ্চিত্র। কবি নজরুল এই দশটি বছর চলচ্চিত্রাঙ্গনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।
বাঙালী মুসলমানগণ সাহিত্য ও সংগীত জীবনে পশ্চাৎপদ থাকলেও সে অঙ্গনে তাদের কিছু পদচারণা ছিল। কিন্তু অভিনয় নাটক এবং ছায়াছবির জগতের সঙ্গে তাদের প্রায় কোন সম্পর্কই ছিলো না। নজরুল শুধু সঙ্গীতচর্চায় অসাধারণ সাহসী ভূমিকা রাখেন নি। চলচ্চিত্রেও যে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন তা অনুসরনীয় ও অনুকরণীয়। বাঙালী মুসলমানরাও যাতে এই জগৎটিতে প্রবেশ করতে পারে তারই প্রথম দিক উন্মোচন করেন এবং সেখানে তিনি গোড়ামী বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের চিহ্নও রাখেন নি।

---

[১৩] আব্দুল কাদির সম্পাদিত *নজরুল রচনাবলী-৫ম খণ্ড*-[ঢাকা, বাংলা একাডেমি ১৯৮৪, পৃ.- ১৭৭।
সন্তোষ ঢালী, *নজরুলের কবিতা ও গানে লোকজ উপাদান*, কবি নজরুল ইনিস্টিটিউট, প্রথম প্রকাশ-ফাগুন ১৪২৫/ফেব্রুয়ারী-২০১৯, পৃ.-২৮৪।

পরিশেষে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেরণাদাতা তেমনি নজরুল আজো আমাদের জীবনের সকল দূর্যোগ ও দূর্দিন অতিক্রম করার সাহস ও শক্তিদাতা।

সহায়ক গ্রন্থ

১। আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বইপড়া, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০১৩

২। অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্র জগতে নজরুল*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয় ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০৫/ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।

৩। আব্দুল আযীয আল-আমান-সম্পাদিত *নজরুলগীতি (অখণ্ড)* হরফ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ৬ আশ্বিন ১৩৮৫, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।

৪। সন্তোষ ঢালী, *নজরুলের কবিতা ও গানে লোকজ উপাদান*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়, প্রথম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২৫/ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

৫। সম্পাদনা- শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় *নজরুল: সংগীত ও সাহিত্য কোষ*, প্রকাশ- মূনীর বিন আবদুল আযীয, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- ২৫ মে ২০১৭।

৬। ইদ্‌রিস আলী, *নজরুল সংগীতের সুর*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম সংস্করণ- আষাঢ় ১৪০৪/জুন-১৯৯৭।